প্রথম আলো

তারিখ JUL-08 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিশুর সাজা ১৫০ বেত্রাঘাত

অভিযুক্ত দুই মাদ্রাসা শিক্ষকের বিচার নিশ্চিত করতে হবে

যশোরের কেশবপুর থেকে শিমুল নামে ১০ বছরের এক শিশু এসেছে খুলনার ডুমুরিয়ার বেতগ্রাম মাদ্রাসায় পড়তে; শিক্ষাজীবন তার সবে এক সপ্তাহ পেরিয়েছে। তুচ্ছ এক অপরাধে তার জন্য শাস্তি বরাদ্দ হলো ১৫০ বেত্রাঘাত! শুধু বেত্রাঘাত করেই শাস্তিদাতারা ক্ষান্ত হননি, রাতভর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো শিশুটিকে। মা-বাবাকে ছেড়ে মাদ্রাসায় একা মন টিকছিল না তার; ক্লাস শেষে তাই সে বিকেলবেলা মাদ্রাসার পাশে খালার বাড়িতে গিয়েছিল—এই ছিল তার অপরাধ। শৃঙ্খলা ভঙ্গের তুচ্ছ এই ঘটনায় বেত্রাঘাতের মতো অমানবিক শাস্তি যেকোনো বিবেকবান মানুষের মনকে নাড়া দিতে বাধ্য। শিশু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সব ধরনের নির্যাতনমূলক মনোভাব অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

শিশু নির্যাতনের এ ঘটনা কোনো সভ্য দেশে আশা করা যায় না। ১৫০টি বেত্রাঘাতের ফলে শিশু শিমুলের পিঠের ও হাতের চামড়া উঠে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেও শিশুটিকে কোনো চিকিৎসা করানো হয়নি; চিকিৎসার পরিবর্তে তার গলায় বেঁধে দেওয়া হয় তাবিজ। শিশু শিমুল নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত খুলনার ডুমুরিয়ার বেতগ্রাম কওমি মাদ্রাসার বড় হুজুর মুফতি ছোবাহান ও শিক্ষক মাওলানা আবদুল মোমিনকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হোক। অপরাধী যে-ই হোক তাকে শাস্তি পেতে হবে।

বেতগ্রাম কওমি মাদ্রাসার দুই শিক্ষকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে দুই সাংবাদিককে তারা আটকে রাখে এবং সাদা কাগজে মুচলেকা দিতে বাধ্য করে। অভিযুক্ত দুই শিক্ষক সাংবাদিকদের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেন, 'অন্য মাদ্রাসায় অনেক কিছু ঘটে, তা না দেখে কওমি মাদ্রাসায় এসেছিস। তোদের সাহস অনেক বেড়ে গেছে।'

একটি সভ্য দেশে এ ধরনের বর্বরতা চলতে পারে না। দোররা, বেত্রাঘাতের এই সংস্কৃতি থেকে সমাজকে বাঁচাতে অপরাধীদের কঠোর সাজা দেওয়ার বিকল্প নেই। যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে এ ঘটনায় জড়িতদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক। কোনো চাপ বা প্রভাব যেন এ ঘটনাকে ভিন্ন [illegible]